বাংলাদেশের অর্থনীতি

Shahriar Newaz

Instructor, P2A

Economics

- গ্রিক শব্দ oikonomia থেকে এসেছে যার অর্থ- গৃহস্থালী পরিচালনা ব্যবস্থাপনা ।

অর্থনীতির জনক

অ্যাডাম স্মিথ

আধুনিক অর্থনীতির জনক – পল স্যামুয়েলসন

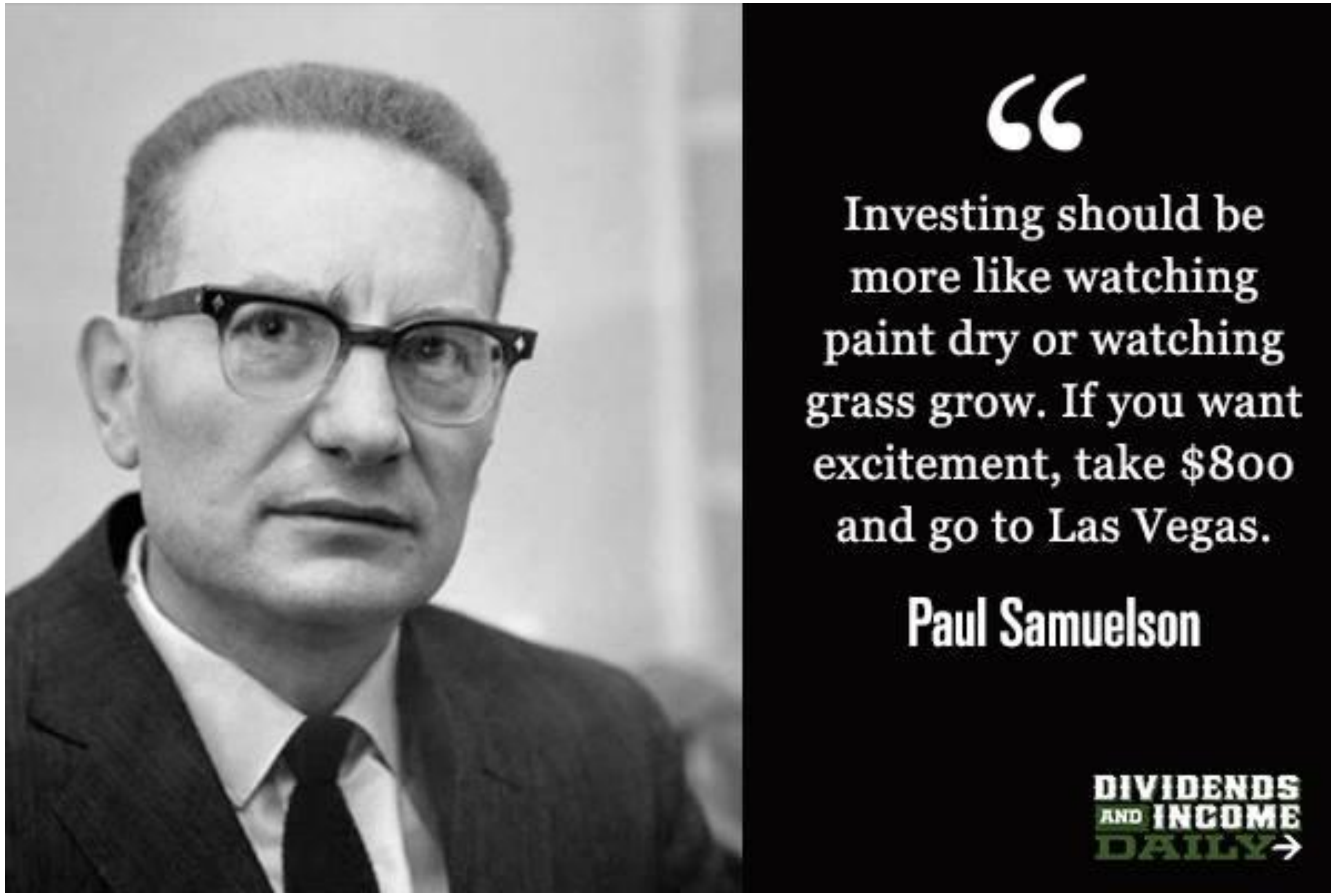

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

- বাংলাদেশে অর্থবছর ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধরন হলো: মিশ্র অর্থনীতি।
- মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলো সম্পত্তির ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা থাকে।

অর্থনীতির সাথে জড়িত মৌলিক বিষয়াবলি

GDP (মোট দেশজ উৎপাদন)

- মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার ভেতরে দেশি বিদেশি উভয় নাগরিকগণ কর্তৃক উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বলে।

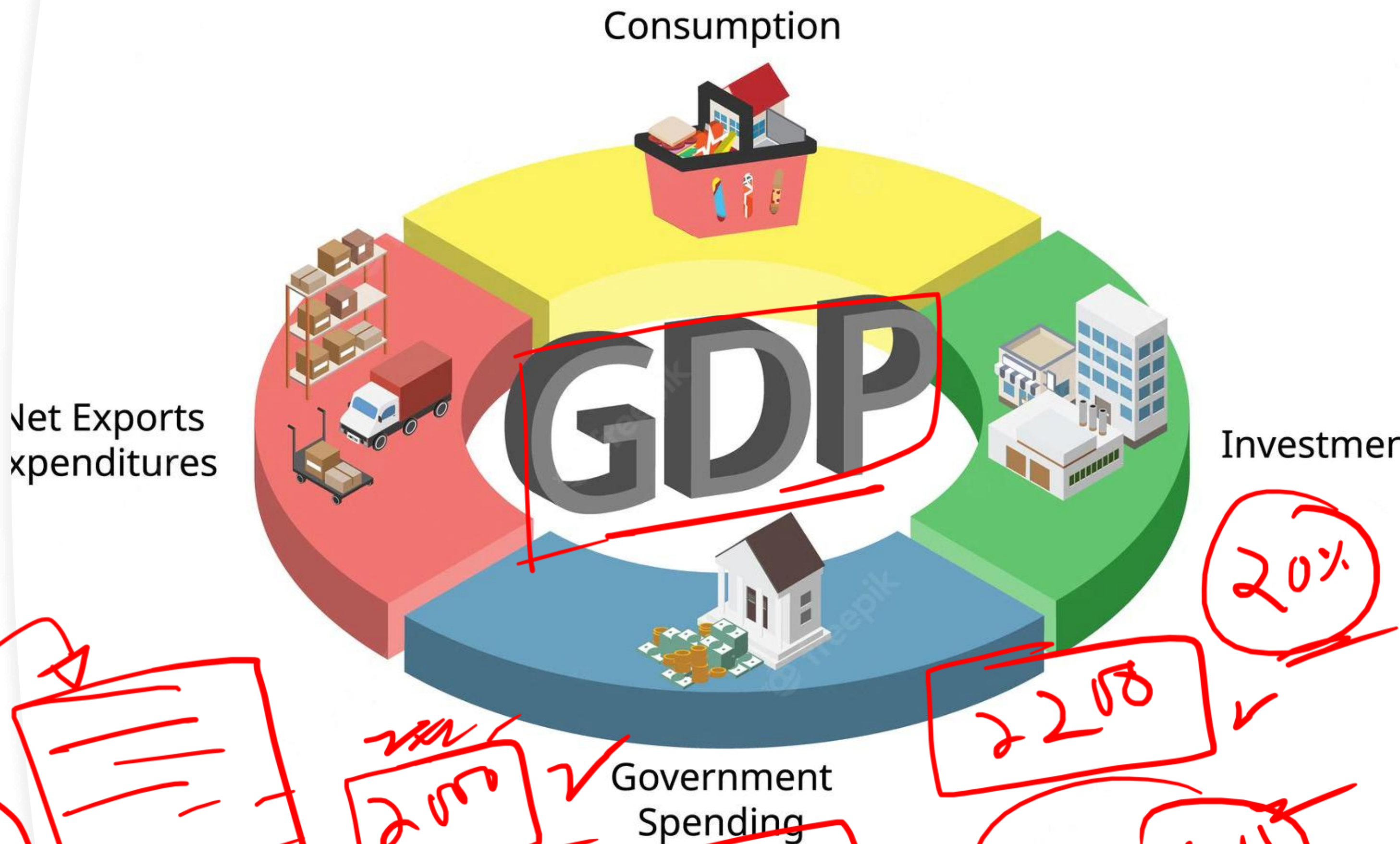

- মোট দেশজ উৎপাদন পরিমাপের জন্য বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ৩টি বৃহত্তর খাতে সমন্বিত করে মোট ১৯টি প্রধান খাতে ভাগ করা হয়।
- কৃষি, শিল্প এবং সেবা।

কৃষি

- কৃষি, বনজ এবং মৎস্য সম্পদ

শিল্প

- খনিজ ও খনন
- শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং)
- বিদ্যুৎ ও গ্যাস
- পানি সম্পদ, নিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- নির্মাণ

১

সেবা

- পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, যানবাহন মেরামত
- পরিবহন ও সংক্ষণ
- বাসস্থান ও খাদ্য সেবা কার্যক্রম
- তথ্য ও যোগাযোগ
- আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা
- রিয়েল এস্টেট সেবা
- পেশাগত, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সেবা
- প্রশাসনিক ও সহযোগী সেবা কার্যক্রম
- লোকপ্রশাসনিক ও প্রতিরক্ষা
- শিক্ষা
- জনস্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণমূলক সেবা
- শিল্প, খেলাধুলা ও বিনোদন
- অন্যান্য সেবা

6 6 13

GNP (মোট জাতীয় উৎপাদন)

- মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক দেশ-বিদেশে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন বা (GNP) বলে।

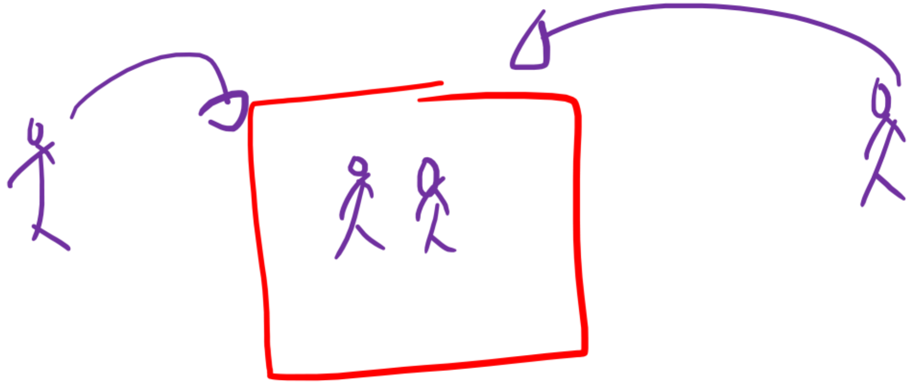

- GNP তে বিদেশে কর্মরত দেশীয় জনগণের আয়সহ দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রতিফলন ঘটে বলে GNP দ্বারা দেশের জনগণের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

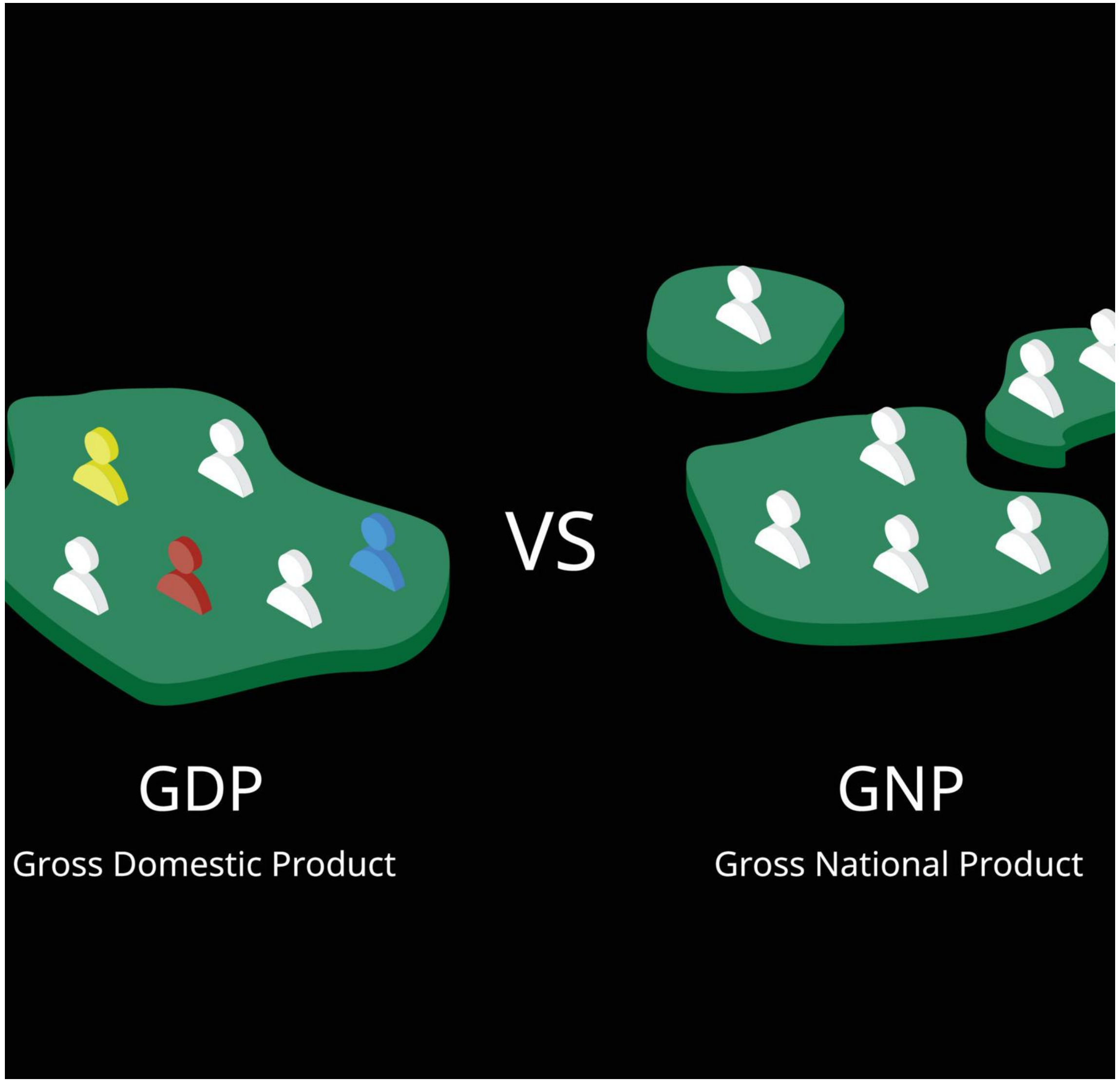

কর রাজস্ব

- বাণিজ্য শুল্ক (আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক), আবগারি শুল্ক, আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, ভূমি রাজস্ব

Tax

কর-বহির্ভূত রাজস্ব

- ফি, মাশুল, টোল ও লেভি

কর

কর হলো সরকারি কর্তৃপক্ষ দ্বারা সরবরাহকৃত দ্রব্য বা সেবার বিনিময়ে প্রদেয় মূল্য।

কর

প্রত্যক্ষ কর

পরোক্ষ কর

প্রত্যক্ষ কর

এই ধরনের কর যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপ করা হয়, সেই উক্ত কর পরিশোধ করে।

যেমন: আয়কর, ভূমি রাজস্ব কর, নিবন্ধন, অস্থাবর সম্পত্তি ইত্যাদি।

E-TIN

- Electronic Tax Identification Number (12 Digit)

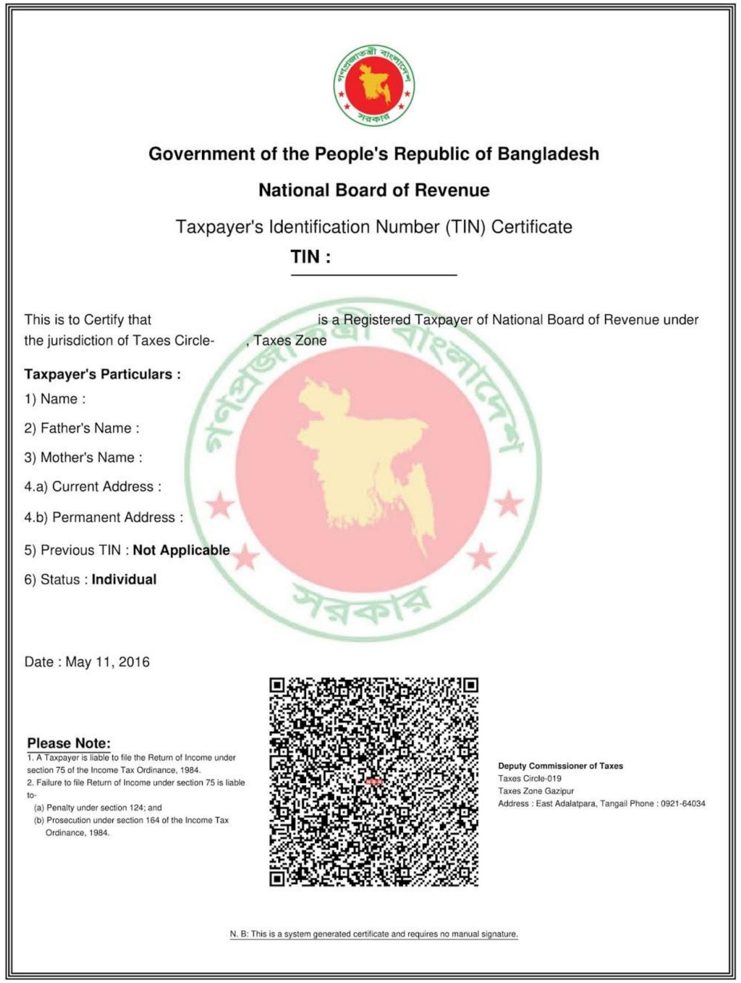
Government of the People's Republic of Bangladesh

National Board of Revenue

Taxpayer's Identification Number (TIN) Certificate

TIN :

This is to Certify that is a Registered Taxpayer of National Board of Revenue under the jurisdiction of Taxes Circle- , Taxes Zone

Taxpayer's Particulars :

1) Name :

2) Father's Name :

3) Mother's Name :

4.a) Current Address :

4.b) Permanent Address :

5) Previous TIN : **Not Applicable**

6) Status : **Individual**

Date : May 11, 2016

Please Note:

1. A Taxpayer is liable to file the Return of Income under section 75 of the Income Tax Ordinance, 1984.
2. Failure to file Return of Income under section 75 is liable to-
   (a) Penalty under section 124; and
   (b) Prosecution under section 164 of the Income Tax Ordinance, 1984.

Deputy Commissioner of Taxes
Taxes Circle-019
Taxes Zone Gazipur
Address : East Adalatpara, Tangail Phone : 0921-64034

N. B: This is a system generated certificate and requires no manual signature.

পরোক্ষ কর

করদাতা নিজে প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি কর প্রদান না করে অন্য কোনো মাধ্যমে সরকারকে কর প্রদান করলে তাকে পরোক্ষ কর বলে।

উদাহরণ: মূসক, আমদানি শুল্ক, বিক্রয় কর, পণ্যকর ইত্যাদি

আয়কর রিটার্ন

- করদাতা তার যাবতীয় উৎস থেকে অর্জিত আয় এবং উক্ত উৎসের উপর কর আরোপ করে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফর্মে যে আয়কর বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে আয়কর রিটার্ন বলে।

কর রেয়াত (Tax Rebate)

- সরকার করদাতাদের বিনিয়োগ ও দানে উৎসাহিত করার জন্য করের উপর ছাড় দিলে তাকে কর রেয়াত বলে।

ট্যাক্স হলিডে

- শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্যে সরকার কর্তৃক সাময়িকভাবে ট্যাক্স মওকুফ করা।

মূসক

মূসকের পূর্ণরূপ হলো- ‘মূল্য সংযোজন কর’।

একে ইংরেজিতে VAT বা **Value Added Tax** বলা হয়।

- চালু হয়: ১ জুলাই, ১৯৯১
- প্রথম VAT চালু হয়: জার্মানিতে
- সর্বোচ্চ ভ্যাটের হার: ১৫%
- দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে ভ্যাট হার বেশি: বাংলাদেশে
- **বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় করে – মূল্য সংযোজন কর বা মূসক থেকে।**

শুল্ক

মূলত একদেশ থেকে আরেক দেশে পণ্য আমদানি-রপ্তানির সময়ে শুল্ক আরোপ করা হয়।

বাণিজ্য শুল্ক (Export/Import Duty)

আমদানি ও রপ্তানিকৃত দ্রব্যের ওপর আরোপিত কর।

আবগারি শুল্ক (Excise Duty)

দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত, বিক্রীত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের ওপর আরোপিত কর।

Sin tax

এটি এক ধরনের আবগারি শুল্ক। সমাজের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্যের উৎপাদন নিরুৎসাহিত করতে এই কর আরোপ করা হয়।

BAT

সম্পূরক শুল্ক

- যে সব পণ্য বিলাসজাত কিংবা সুগন্ধীযুক্ত হিসেবে আমদানী বা সরবরাহ করা হয় উক্ত পণ্য গুলোর উপর আরোপিত নির্দিষ্ট হারের করই সম্পূরক শুল্ক। এছাড়া দেশে উৎপাদিত পণ্য থাকা স্বত্তেও কোন পণ্য আমদানী করলে তখন সম্পূরক শুল্ক প্রদান করতে হয়।

- Let’s Recap

মুদ্রাস্ফীতি

10 = 1

62 টাকা = 1 dollar

220 = 1 dollar

62 = 1 dollar

Inflation

1 kg

100

15

5

50%

মুদ্রাস্ফীতি

- বাজারে অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধির ফলে দ্রব্য সামগ্রীর দাম যদি বেড়ে যায় এবং অর্থের মূল্য যদি কমে যায়, সেই অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।
- মুদ্রাস্ফীতি যদি ওই দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধির চেয়ে কম থাকে তাহলে সেটার তেমন নেতিবাচক প্রভাব থাকে না।

মুদ্রা সংকোচন (Deflation)

- বাজারে দ্রব্য সরবরাহ বেশি কিন্তু অর্থ সরবরাহ কম হলে Deflation এর সৃষ্টি হয়।

- উন্নয়নশীল দেশের জন্য মূল্যস্ফীতির সহনশীল মাত্রা ধরা হয় ৬-৮%।

মূল্যস্ফীতির সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক

- চাহিদা বেড়ে গেলে → পণ্যের দাম বাড়ে → মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি।
- জোগান কমে গেলে → বাজারে ঘাটতি তৈরি হয় → মূল্য বেড়ে যায়।

- কেন্দ্রীয় ব্যাংক অতিরিক্ত টাকা ছাপালে বা সঞ্চালনে বাড়তি টাকা প্রবাহিত হলে ব্যয়ক্ষমতা বাড়ে।
- বেশি টাকা → বেশি চাহিদা → মূল্যস্ফীতি

- টাকার মান কমে গেলে → আমদানি ব্যয় বাড়ে → বাজারে পণ্যের দাম বাড়ে।

- সুদের হার কম হলে → ঋণ নেওয়া বাড়ে → বিনিয়োগ ও ভোগ ব্যয় বাড়ে → চাহিদা বাড়ে → মূল্যস্ফীতি।
- সুদের হার বাড়লে → ব্যয় কমে → মূল্যস্ফীতি কমে।

অর্থ পাচার

- অর্থ পাচার হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে অপরাধীরা তাদের বেআইনি উপার্জনের উৎস ও মালিকানা লুকানোর চেষ্টা করে।

অর্থ পাচারের পেছনে প্রধান কারণ

- দেশে বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিস্থিতি না থাকা।
- ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতার চাপের মধ্যে টিকে থাকতে না পারা।
- বাংলাদেশের ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা না থাকা।
- অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ গোপন করার চেষ্টা।

- মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন প্রবর্তন করা হয় – ২০১২ সালে।

The International Daily Iconoclast
by Czinkota & Clark
SALE
What we might call a sale at home, becomes dumping when done internationally.

Dumping

ডাম্পিং

- নিজ দেশ থেকে কম দামে পণ্য বিক্রয় করে বিদেশি বাজার দখলের কৌশলকে ডাম্পিং বলে। যেমন- চায়না যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে স্টিল ও অ্যালুমিনিয়াম পণ্য সামগ্রী কম দামে (ড্রাম্পিং প্রক্রিয়া অবলম্বন করে) বিক্রি করেছে।

অ্যান্টিডাম্পিং

দেশে কোনো একটি পণ্য যে দামে বিক্রি হয়, অন্য আরেকটি দেশ যদি তার চেয়ে কম দামে বিক্রি করে তাহলে দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য যে পদ্ধতি আরোপ করা হয়, তার নাম অ্যান্টি-ডাম্পিং।

Gig Economy

- **গিগ** বলতে স্বল্প সময়ের জন্য একটি স্বাধীন চাকরি ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে কোম্পানি নিজেদের প্রয়োজনমত কর্মী নিয়োগ দিবে এবং কর্মীরাও নিজের ইচ্ছামতো তাদের কাজ করবে। মূলত "**গিগ**" শব্দটি সঙ্গীত শিল্পীদের জন্য ব্যবহার করা হতো বলে এর নামকরণ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

Trade Mark

- বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব একটি ‘ব্যবসা চিহ্ন থাকে, যা সরকার অনুমোদন দিয়ে থাকে। এর নামই ট্রেডমার্ক।
- একটি মাত্র ট্রেডমার্ক শুধু একজন উৎপাদনকারকই ব্যবহার করতে পারে।

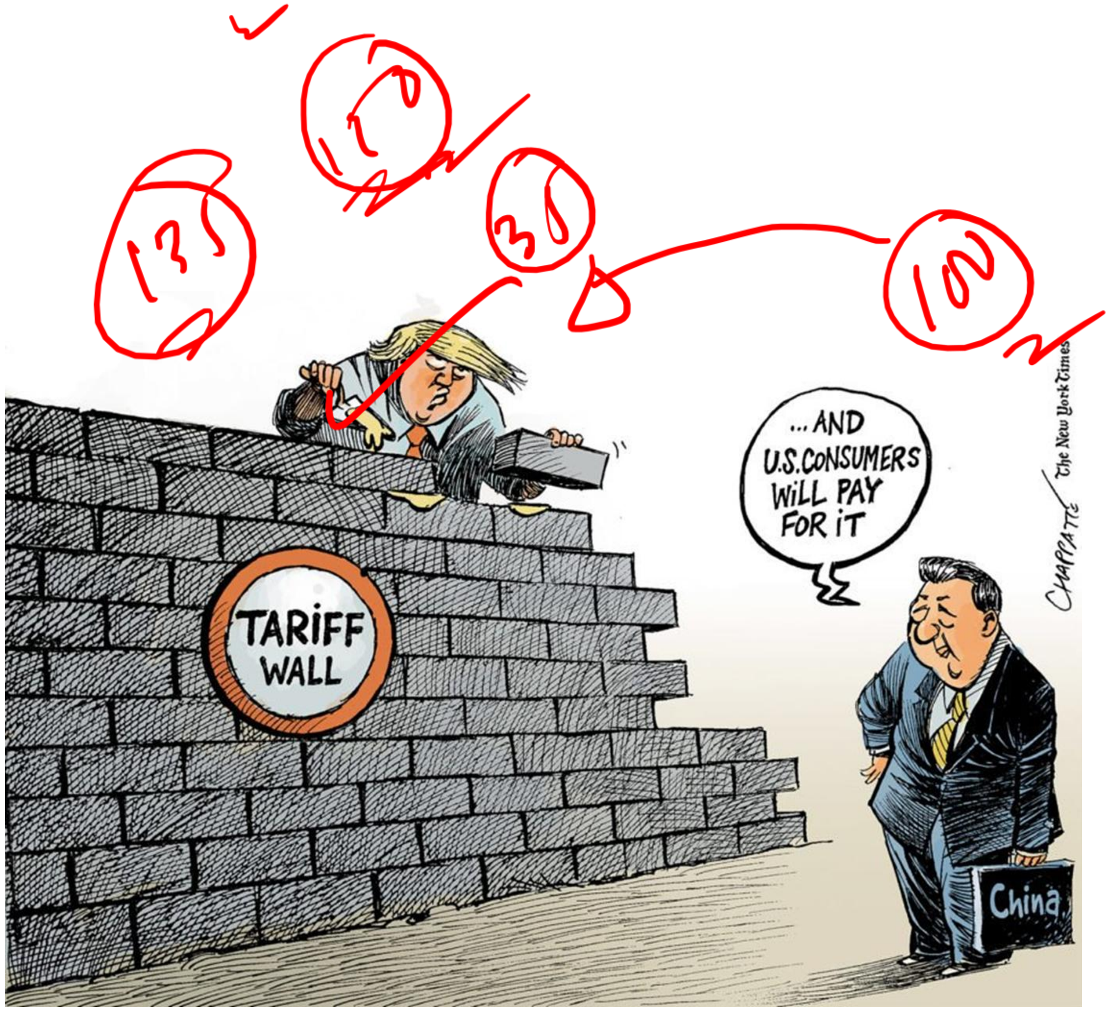

- **Tariff** : আমদানিযোগ্য পণ্যের ওপর আরোপিত কর।
- এটি সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়তা করলেও মুক্ত বাণিজ্যকে নিরুৎসাহিত করে।
- Tariffless পণ্য প্রবেশের সুবিধাই GSP সুবিধা।

Letter of Credit (L/C)

Letter of Credit

Summary of a contract between seller and buyer with the bank(s) as referee.

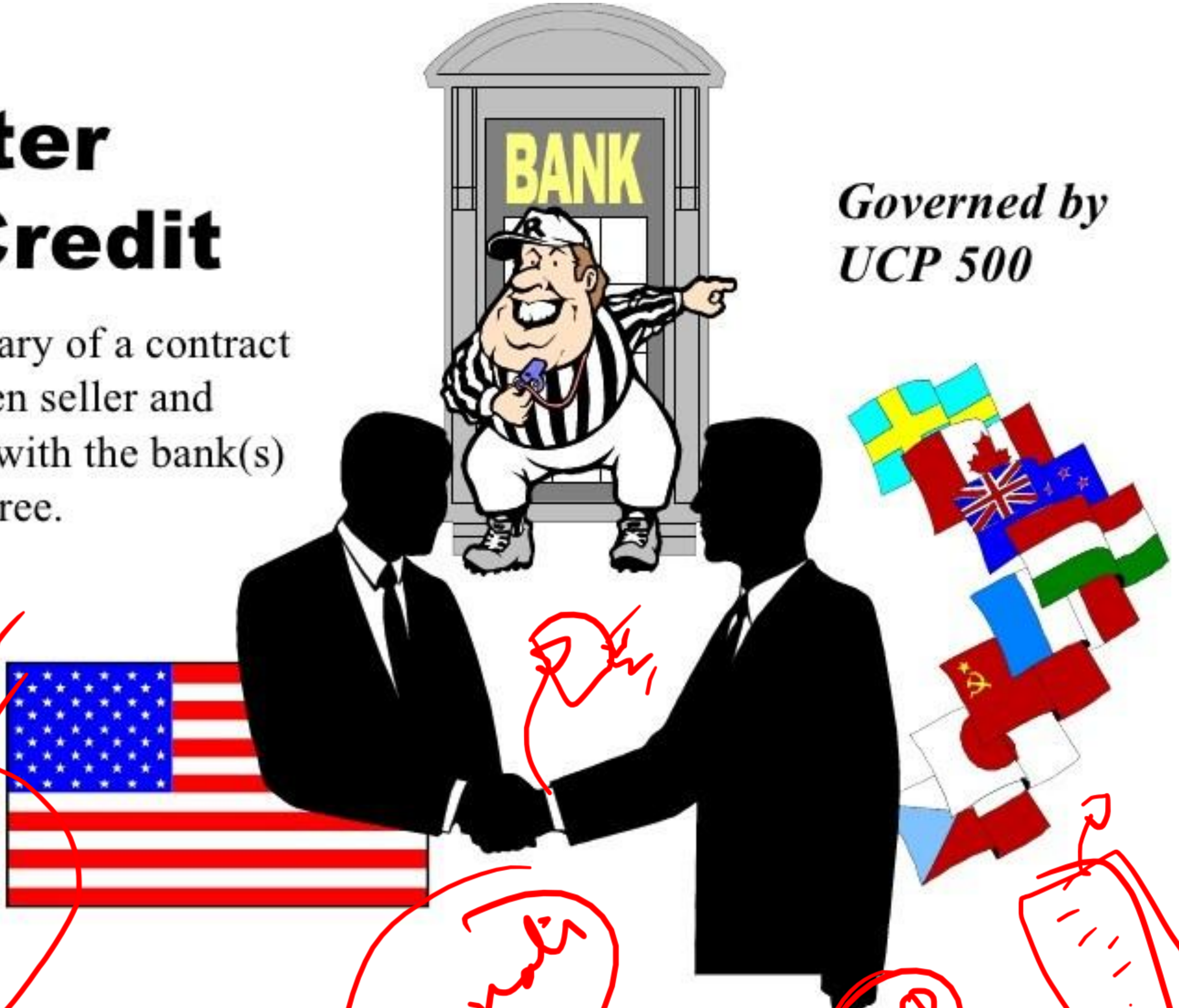

Governed by UCP 500

Letter of Credit/LC

- ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে এবং রপ্তানিকারকের অনুকূলে আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে যে পত্রের মাধ্যমে, তাকে বলা হয় প্রত্যয়পত্র।

সংরক্ষণবাদ

P2A

- এটি মূলত মুক্তবাণিজ্য বিরোধী মতবাদ। ১৯৬০ সালে এই তত্ত্বের প্রসার ঘটে। উন্নত বিশ্ব তাদের দেশে উন্নয়নশীল বিশ্বের পণ্যের প্রবেশ ঠেকানোর নীতিকেই সংরক্ষণবাদ বলে। অর্থাৎ দেশীয় শিল্প রক্ষার্থে বৈদেশিক আমদানির ওপর কর আরোপের তত্ত্বকে Protectionism (সংরক্ষণবাদ) বলে।
- সংরক্ষণবাদের মাধ্যমে দেশীয় পণ্যের প্রসার ঘটে ও বিদেশি পণ্য আমদানি নিরুৎসাহিত হয়।

- কপিরাইট : কপিরাইট মূলত ‘কপি’ এবং ‘রাইট’- এ দুটি শব্দের সম্মিলন। কপি অর্থ নকল বা প্রতিলিপি বা অনুলিপি বা অনুকৃতি ইত্যাদি; আর রাইট অর্থ অধিকার বা স্বত্ব বা সত্য বা ন্যায় ইত্যাদি। কপিরাইটের চিহ্ন হলো ©, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে (c) বা (C) লেখা হয়।

প্যাটেন্ট

- পেটেন্ট একটি একচেটিয়া অধিকার যা উদ্ভাবককে তার নতুন উদ্ভাবনের জন্য স্বীকৃতি হিসেবে দেয়া হয়।

What is

Generalized System of Preferences (GSP)?

GSP (Generalized System of Preferences/ Generalized Scheme of Preferences)

- অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার।

- GSP of USA - Generalized System of Preferences
- GSP of EU - Generalized System of Preferences

- মূলত ৭০-এর দশক থেকে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোয় পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর রপ্তানি বাড়ানোর জন্য UNCTAD এই সুবিধার প্রস্তাব করে যেন রপ্তানিকারক দেশগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে।
- পরে WTO থেকে GSP গাইডলাইন ঠিক করে দেওয়া হয়।
- সর্বপ্রথম GSP চালু করে EU, ১৯৭১ সালে।

- যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে প্রথম GSP সুবিধা দেয়- ১ জানুয়ারি, ১৯৭৬
- যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ GSP সুবিধা হারায়— ২৭ জুন, ২০১৩ সালে
- যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে জিএসপি সুবিধা ফিরিয়ে দিতে শর্ত দিয়েছে- ১৬টি

GSP of EU - Generalized System of Preferences

- ৩ রকমের প্ল্যান রয়েছে

1. Standard GSP
2. GSP+
3. EBA (Everything But Arms)

Standard GSP

- নিম্ন এবং নিম্নমধ্যবিত্ত দেশগুলোকে সাধারণ জিএসপি সুবিধা দেয়া হয়।

GSP+

- টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিত করতে বিশেষ সুবিধা দেয়া হয় জিএসপি প্লাস এর আওতায়। এর আওতায় নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত দেশগুলোকে শূন্য শতাংশ শুল্কের আওতায় আনা হয়।
- তবে এর জন্য জিএসপি প্লাসভুক্ত দেশগুলোকে মানবাধিকার, শ্রম অধিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সুশাসন সংক্রান্ত ২৭টি আন্তর্জাতিক কনভেনশনে সই করতে হয় এবং সেগুলোকে বাস্তবায়ন করতে হয়

EBA (Everything But Arms)

- এলডিসি ভুক্ত সব দেশ শুল্কমুক্ত সুবিধা পায়।
- একটা দেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে যাওয়ার তিন বছর পর নিয়মানুযায়ী সেটি সাধারণ জিএসপি সুবিধার আওতায় পড়বে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ সাধারণভাবেই ২০২৯ সালের পর আর ইবিএ সুবিধা পাবে না।
- এর পর জিএসপির আওতায় আসবে দেশটি। তবে বাংলাদেশ তখন জিএসপি প্লাস সুবিধা পাওয়ার আবেদন করতে পারবে।

- Let’s Recap

বাংলাদেশের অর্থনীতি

বাংলাদেশের অর্থনীতি

১৯৭৩ সালে

প্রথম সংসদে

অর্থমন্ত্রী

তাজউদ্দিন আহমদ

- স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন - তাজউদ্দিন আহমদ
- পরিমাণ – ৭৮৬ কোটি টাকা

অর্থ উপদেষ্টা

- ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ
- বাজেট দেওয়া ১৪তম ব্যক্তি

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভাগ আছে: ৪ টি

- অর্থ বিভাগ (Finance Division-FD)
- অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (Economic Relations Division-ERD)
- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (Internal Resources Division-IRD)
- আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (Financial Institutions Division-FID)

অর্থ বিভাগ

- বাজেট প্রণয়ন, অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

- আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ব্যাংক, নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ক্যাপিটাল মার্কেট, বীমা খাত এবং মাইক্রোক্রেডিট খাতের সঙ্গে সম্পর্কিত আইন ও নীতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে।

- The Security Printing Corporation Bangladesh Limited (SPCBL)
- বাংলাদেশের ব্যাংক নোট ও সরকারি ডাকটিকিটের প্রধান ছাপাখানা – টাকশাল

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

- সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বাড়ানো। ভূমি রাজস্ব ব্যতীত আয়কর, লটারি, জাতীয় সঞ্চয় ও স্ট্যাম্প ডিউটি নিয়ন্ত্রণ করে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বৈদেশিক সম্পদআহরণ করে থাকে। উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও বৈদেশিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে।

বাজেট ২০২৫-২০২৬

- সংবিধানে বাজেটকে বলা হয়: Annual financial statement.
- বাজেট প্রণয়ন করে: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
- বাংলাদেশের অর্থবছরের সময়কাল: ১লা জুলাই ৩০শে জুন

বাজেট ২০২৫-২০২৬

- ৫৪তম বাজেট
- অন্তর্বর্তীকালীন সহ ৫৫তম
- স্লোগান: বৈষম্যহীন ও টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ার প্রত্যয়

P2A

বাজেট ২০২৫-২০২৬

- বাজেট উত্থাপন ২ জুন, ২০২৫
- বাজেট পাশ - ২২ জুন, ২০২৫
- কার্যকর হবে ১ জুলাই, ২০২৫

P2A

বাজেট ২০২৫-২০২৬

- বাজেটের আকার: ৭ লাখ ৮৯ হাজার ৯৯৯ কোটি টাকা
- জিডিপির ১২.৭%

বাজেট ২০২৫-২০২৬

- জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার হবে ৫.৫%
- মূল্যস্ফীতি – ৬.৫%

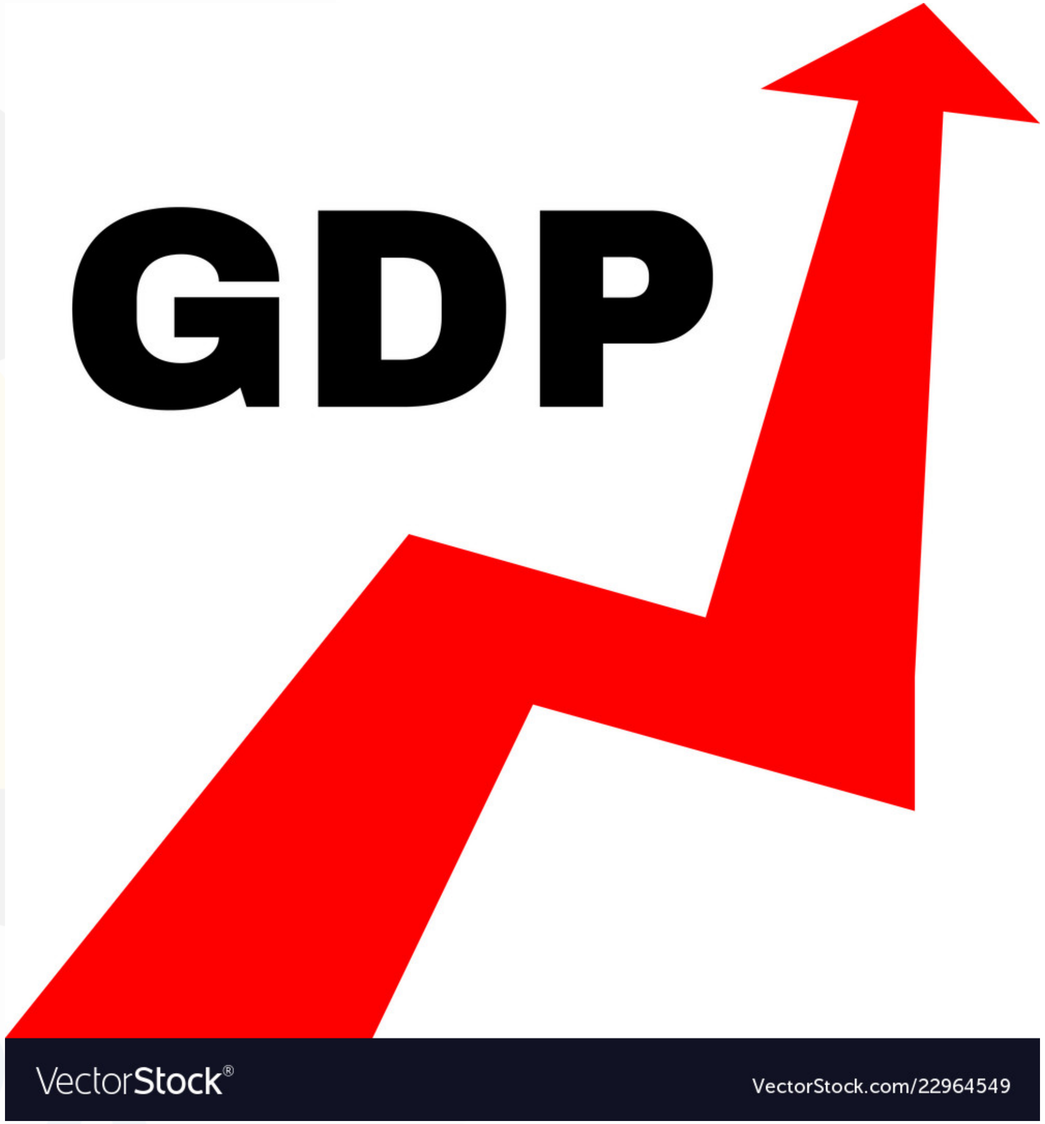

বাজেট ২০২৫-২০২৬

- রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা – ৫,৬৪,০০০ কোটি টাকা
- ঘাটতি – ২,২৬,০০০ কোটি টাকা

P2A

সর্বোচ্চ বরাদ্দ

- জনপ্রশাসন খাত: ১,৮৬,০৮৮ কোটি টাকা
- মোট বাজেটের: ২৩.৫৬%
- শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাত: ১,১০,৬৫৭ কোটি টাকা
- মোট বাজেটের: ১৪.০০%
- পরিবহন ও যোগাযোগ: ৭১,৩৪৪ কোটি টাকা
- মোট বাজেটের ৯.০৩%

- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (ADP) - ২,৩০,০০০ কোটি টাকা

এডিপিতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ পাওয়া ৫ সেক্টর

সেক্টর / খাত	বরাদ্দ
পরিবহণ ও যোগাযোগ খাত	৫৮ হাজার ৯৭৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা (২৫.৬৪%)
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত	৩২ হাজার ৩৯২ কোটি ২৬ লাখ টাকা (১৪.৮%)
শিক্ষা	২৮ হাজার ৫৫৭ কোটি টাকা (১২.৪২%)
গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলী খাত	২২ হাজার ৭৭৬ কোটি ৪০ লাখ টাকা (৯.৯০%)
স্বাস্থ্যে খাত	১৮ হাজার ১৪৮ কোটি ১৪ লাখ টাকা (৭.৮৯%)

করসীমা

করমুক্ত আয়ের সীমা

করদাতার ধরন	২০২৫-২০২৬ করবর্ষ
সাধারণ করদাতা	৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
মহিলা ও ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা	৪ লক্ষ টাকা
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতা	৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা
গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতা	৫ লক্ষ টাকা
গেজেটভুক্ত জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এ আহত "জুলাই যোদ্ধা" করদাতা	
তৃতীয় লিঙ্গ করদাতা	৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

- বয়স্ক ভাতা ৬৫০ টাকা
- বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ৬৫০ টাকা
- মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি ৮৫০ টাকা
- প্রতিবন্ধী ৯০০ টাকা

- ২৪ নভেম্বর ২০২৬ স্বাভাবিক নিয়মে স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) তালিকা থেকে আনুষ্ঠানিক উত্তরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

P2A

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

- জনসংখ্যা (মিলিয়ন) – ১৭ কোটি ১৫ লক্ষ ৯ হাজার
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার - ১.৩৩%
- জনসংখ্যার ঘনত্ব/বর্গ কিলোমিটার - ১১৭১ জন

- বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স - ১৭.১০ কোটি
- ৬ষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২ - ১৬.৯৮ কোটি
- সাময়িক হিসাব (২০২৪-২০২৫) – ১৭.২৮ কোটি

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

- প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল (বছর) – ৭২.৩,
- পুরুষ – ৭০.৮,
- মহিলা – ৭৩.৮

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

- স্বাক্ষরতার হার (৭ বছর +) – ৭৭.৯%
- পুরুষ – ৮০.১%
- মহিলা – ৭৫.৮%

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

- দারিদ্র্যের হার (%) – ১৮.৭,
- চরম দারিদ্র্যের হার (%) – ৫.৬

P2A

GDP

- বৃহত্তর খাত – ৩ টি
- ২০০৫-০৬ ভিত্তিবছরে GDP খাত ছিলো: ১৫টি।
- ২০১৫-১৬ ভিত্তিবছর থেকে GDP খাত: ১৯টি।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

- মোট শ্রমশক্তি – ৭.৩৫ কোটি

মোট শ্রমশক্তির শতকরা হার হিসেবে-

- কৃষি – ৪৫
- সেবা – ৩৮
- শিল্প – ১৭

P2A

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

- জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার – ৩.৯৭%
- জিডিপিতে খাতভিত্তিক অবদান:
- সেবা – ৫১.৬২%,
- শিল্প – ৩৭.৪৪%,
- কৃষি – ১০.৯৪%

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

- জিডিপিতে খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধির হার:
- সেবা – ৪.৫১%,
- শিল্প – ৪.৩৪%,
- কৃষি – ১.৭৯%

অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪ অনুসারে জিডিপিতে খাত ভিত্তিক শ্রমশক্তি, অবদান এবং প্রবৃদ্ধির হার

খাত	অবদান	প্রবৃদ্ধির হার	শ্রমশক্তি
সেবা	৫১.৬২%	৪.৫১%	৩৮%
শিল্প	৩৭.৪৪%	৪.৩৪%	১৭%
কৃষি	১০.৯৪%	১.৭৯%	৪৫%

**মোট শ্রম শক্তি – ৭.৩৫ কোটি

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

- মাথাপিছু জাতীয় আয় (মার্কিন ডলার) – ২,৮২০
- মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলার) – ২,৬৭১

- এডিবির হিসেবে মাথাপিছু জিডিপি – ২৬২৫ ডলার (দক্ষিণ এশিয়াতে – ৫ম)
- বিশ্ব ব্যাংকের হিসেবে মাথাপিছু জিডিপি – ২৫৯৩ ডলার

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

- মূল্যস্ফীতি (%) – ১০.০৩%

Inflation

Thank You

P2A